ইতিহাস পড়লেই জানা যায় যে ইংল্যান্ড আমাদের দেশ লুঠ করে ধনী হয়েছিল, আমাদের শিল্পগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, আমাদের কৃষকদের সর্বনাশ করেছিল, তবু বহু ভারতীয়ই আজও মনে করেন যে ইংরেজ আমাদের উপকার করেছে।

শত শত বছর ধরে অনেক বেশি সাদা মানুষেরা কালো মানুষের ওপর অত্যাচার করেছে, তবু অনেক কালো মানুষই মনে করেন, সাদারা আমাদের চেয়ে বেশি সভ্য!!

আমরা নেটিভ আমেরিকানরা অবশ্য খুব বেশি বেঁচে নেই, আমাদের মোটামুটি শেষ করে দিয়েছে, আমাদের সম্মতির ধার ধারেনি।

আমাদের তেলের লোভে আমাদের অত্যাচারী শাসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইউরোপীয় ও আমেরিকার রাষ্ট্রশক্তিগুলো আর বহুজাতিক সংস্থাগুলো আমাদের শোষণ করেই চলেছে, তবু বহু আরবই মনে করেন ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের সভ্যতার চেয়ে উন্নত।

কিন্তু ক্রেতা হিসেবে মেয়েদের এটাই একমাত্র ভূমিকা নয়, প্রধান ভূমিকাও নয়। আরেকটা লম্বা ইতিহাস ছোট করে হলেও আমাদের আলোচনা করতে হবে। বিয়েতে মেয়েদের প্রধান ভূমিকা ছিল প্রজননের ক্ষেত্রে। মেয়েরা পেটে বাচ্চা ধরবে, পরবর্তী প্রজন্ম আসবে। ধনতন্ত্র যত এগোল, আমাদের পরিবারের চেহারা বদলাতে বদলাতে আমরা যাকে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি বলি তাতে এসে ঠেকেছে। এর মানে বাবা-মা-সন্তান নিয়ে একটি পরিবার, যৌথ পরিবার নয়। পরিবারের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বরাবরই ছিল, আজও আছে, সেটা হলো একটা বাচ্চাকে বড় করে বাজারের কাছে পাঠানো। যে গরিব পরিবারে শিশুরাই শ্রমিক হয়ে যায় সেখানে পরিবারের এই দায়িত্বের সময়টা কম। পাঁচ সাত বছর বয়সেই শিশু বাজারে চরে এবং করে খেতে শুরু করে। মেয়ে শিশু হলে ঘরের শ্রমে লেগে পড়ে আরো আগে। কিন্তু আমাদের বাজারের মূল লক্ষ্য যে কোটি কোটি মধ্যবিত্ত সেখানে বাচ্চার বড় হয়ে বাজারে আসার এই সময়টা আরো অনেক লম্বা। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য একজন ছেলে কিংবা মেয়ের বাজারে কাজ খুঁজতে আসার বয়স অন্তত ষোলো কী আঠারো, উঁচু চাকরির উঁচু যোগ্যতা খুঁজতে

যখন কোনো স্বামী-স্ত্রী ও তাদের ছেলেপুলে স্যামসুং ওয়াশিং মেশিনে কাপড় কাচে, ন্যাশনাল মাইক্রোওয়েভে খাবার গরম করে, সোনি ফ্ল্যাটস্ক্রিন টিভিতে সিরিয়াল দেখে, হকিন্স প্রেশার কুকারে ইন্ডেন গ্যাসের সিলিন্ডার জ্বালিয়ে কুকমি গুঁড়ো মশলা দিয়ে ভেনকিজ চিকেন রান্না করে, পেপসি খেতে খেতে মারুতি চড়ে রবিবার নিকোপার্ক বা অ্যাকোয়াটিকা যায়, বিগ বাজারে বা প্যানটালুন্সে বাজার করে এবং এশিয়ান পেন্টস দিয়ে ঘর রঙ করে তখন তাদের পরিবার বলে।

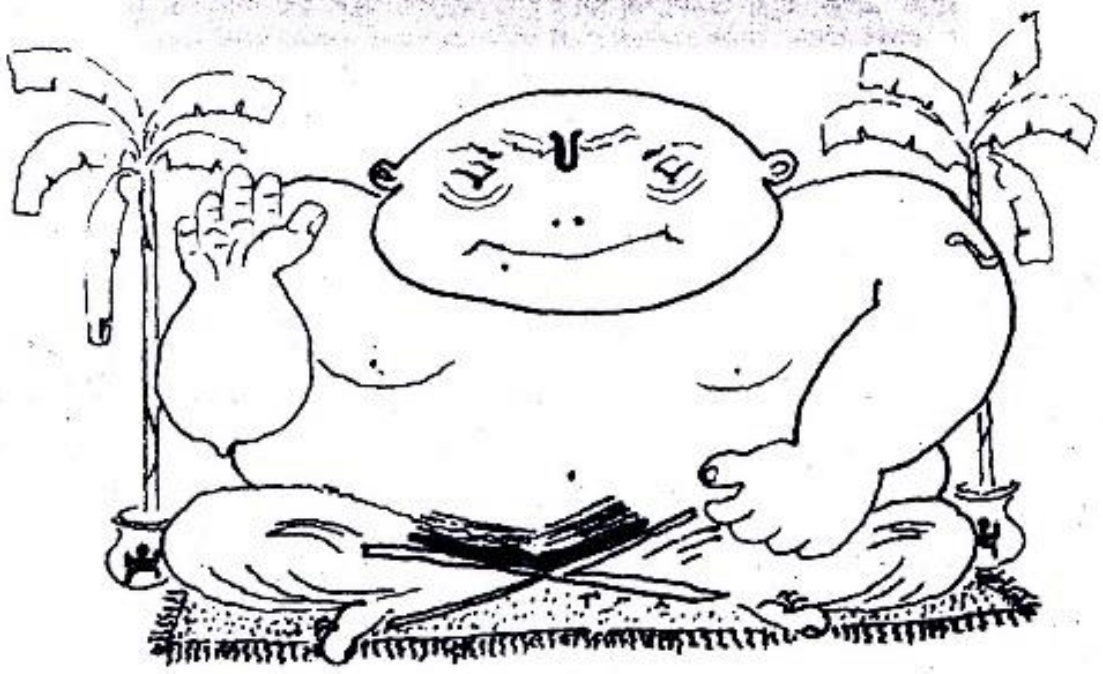

গেলে আরো অনেক বেশি। এই বয়স পর্যন্ত তাকে নাইয়ে খাইয়ে পড়িয়ে বড় করার দায়িত্ব অবশ্যই পরিবারের। আজ আরো বেশি বেশি করে এই দায়িত্ব মায়ের ওপর এসে পড়েছে। গত পঞ্চাশ বছরে যত মেয়ে ইস্কুল কলেজে পড়েছেন তাঁদের খুব কম অংশই চাকরি বাকরিতে ঢুকেছেন, অধিকাংশই বিয়ে করে পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছেন। আর এই শিক্ষিত মায়েদের কাজই হচ্ছে ছেলেমেয়েকে চাকরি বাকরির (মেয়েদের ক্ষেত্রে ভালো বিয়ের) জন্য তৈরি করা। অর্থাৎ শুধু আর শারীরিকভাবে সন্তান প্রসব করলেই হবে না, তাকে বুদ্ধিসুদ্ধিতে উপযুক্ত করে তোলার দায়িত্বও মায়েদের। আর এর জন্য শুধু বাচ্চার জিনিস নয়, পরিবারমঙ্গল কাব্যের নায়িকা হয়ে উঠেছেন এই মায়েরা, আর বলা বাহুল্য, পরিবারের মঙ্গল মানেই নানান জিনিস। এই কারণে আজ বিজ্ঞাপনে মেয়েদের মায়েদের ছবির ছড়াছড়ি। কারণ পরিবারমঙ্গল মানে যে বহু কোটি টাকার বাজার।

যখন কোনো মহিলা ছেলেমেয়েদের হরলিকস খেতে দেন, চুলে সানসিল্ক শ্যাম্পু লাগাতে দেন, লাক্সর পেন দিয়ে লিখতে শেখান, ক্যাডবেরিজ চকোলেট খেতে দিয়ে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকেন, চোখ ঠিক রাখার জন্য এল জি টেলিভিশন ছাড়া দেখতে দেন না, বাচ্চার জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে টাকা জমান, ফেভিকল দিয়ে হোমওয়ার্ক আটকাতে দেন এবং বাচ্চার সব বন্ধুকে দু মিনিটে ম্যাগি খাইয়ে দেন তখন তাঁকে মা বলে। মা হওয়া তাই সহজ নয়।